



ब्रह्मचर्य

सनातन धर्मरु चार आश्रमरु प्रथमटि, याकुरु वलुरु ब्रह्मचर्य, युरु समयुरु मानुष शकिषा ग्रहण करुरु, सुरु सुरु समयुरु अप्रयुरुजनुरु शुधु दुरुहुरुकि सुखलाभुरु जनुय वीर्यकषय अवश्युरुई खारुप ।

ब्रह्मचर्य भारतरु प्रुरुचुरुन ऋषिरु लकष लकष वहरुरु तपस्यारु माधुयमुरु आवषिकार करुरुहुरुलुरुनुरु। यमुरुन एकटु अनुरुसनुधनुनुरु लकष लकष परुरुीकषा-नरुरुीकषा वुयवहारु करुा हरु। एकुरुइभारुवुरु, आमारुदुरु महरुन प्रुरुचुरुन ऋषिरु सुरु सुरु सुरु सुरु परुरुीकषा-नरुरुीकषा चुरुषुटुा करुरुहुरुनुरु एवुरु दुरुखुरुहुरुनुरु। एवुरु तारुा जरुनतुरु परुरुहुरुलुरुनुरु युरु कवुरुल वुरुहुरुमचर्युरुई वशुिवरु सुरुवचुरुषुरु वडु सुख दुरुतुरुतुरु पारुरु, एरु सुख प्रुथुवुरुीरु कुरुनुरुगु आवषिकार दुरुवारुा पुरुगुयुरुा यारु नुरु।

ब्रह्मचर्युषण तपसुा दुरुवुरु मृतुयुमपुा (अथुरुवदुरु)

ब्रह्मचर्युरु आकषरुकि अरुथ हलुरु आचारु वुरु आचरणु युरु वुरुहुरुम वुरु नजरुुरु आतुमारु उपलवुधरुि दुरुकुरु परुचुरुलुरुतुरु करुरु। एरु अरुथ हलुरु वीर्य नुयनुतुरुरणु, वदुरु अधुषयुन एवुरु ङुशुवरुरु उरुपरु धुयानु। वुरुहुरुमचर्युरु पुरुारुभुाषकुरुि अरुथ हलुरु आतुमसुंगुयुम, वशुिषुरु करुरु यतुन अगुंगुरु उरुपरु नुथुतु नुयनुतुरुरणुरु दुरुकषतुा अथुवुरु चनुतुा, कथुा एवुरु करुमुरु कुरुम थुरुकुरु मुरुकुतुा कठुरुुरुभुावुरु वरुतु थुाकुरु मुरुनुरु कवुरुल यतुन मलुन नुयु, वरुंग सुव-कुरुमनुा

প্রকাশ, সমকামী কাজ এবং সমস্ত বর্জিত যটন অভ্যাস থেকেও বর্জিত থাকা। এর সাথে অবশ্যই যটন কল্পনা এবং লোভী কামনা থেকে স্থায়ীভাবে বর্জিত থাকা জড়িত। হস্তমৈথুন এবং সমকামী যটনমলিনের মতো সকল ধরণের যটন অসঙ্গতি এবং বিভিন্ন ধরণের খারাপ অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হবে। এগুলি স্নায়ুতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপর্যয় এবং চরম দুর্দশা ডেকে আনে।

ব্রহ্মচর্য হলো চিন্তা, কথা এবং কর্মে পবিত্রতা। এটি ব্রহ্মচর্য এবং সংযম। ব্রহ্মচর্য হলো ব্রহ্মচর্যের ব্রত। 'ব্রহ্মচর্য' শব্দটি ল্যাটিন *caelebs* থেকে এসেছে, যার অর্থ অববাহিত বা অববাহিত, এবং অববাহিত জীবনযাপনের অবস্থা বোঝায়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য কেবল অববাহিত অবস্থা নয়। এর মধ্যে কেবল লঙ্ঘি বা প্রজনন ইন্দ্রিয় নয়, বরং চিন্তা, কথা এবং কর্মে অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত। শব্দটির বিস্তৃত অর্থে এটিই ব্রহ্মচর্যের সংজ্ঞা। নির্বাণ বা পরপূর্ণতার দ্বার হল সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য। সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য হল এলিসিয়াম আনন্দের রাজ্য খোলার মূল চাবিকাঠি। পরম শান্তির আবাসস্থলের পথ ব্রহ্মচর্য বা পবিত্রতা থেকে শুরু হয়।

ব্রহ্মচর্য হলো যটন আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তাভাবনা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। একজন প্রকৃত ব্রহ্মচারী কোনও নারী, কাগজের টুকরো বা কাঠের টুকরো স্পর্শ করলে কোনও পার্থক্য অনুভব করবেন না। ব্রহ্মচর্য পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। ভীষ্ম, হনুমান, লক্ষণ, মীরা বাই, সুলভা এবং গার্গী সকলেই ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কেবল পশুর আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করলেই ব্রহ্মচর্য হবে না। এটি অসম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য। আপনাকে সমস্ত অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে - কান যা কামরে গল্প শুনতে চায়, কামরে চোখ যা আবেগকে উদ্দীপিত করে এমন জনিসি দেখতে চায়, জিহ্বা যা উত্তেজনাপূর্ণ জনিসিরে স্বাদ নতিনে চায় এবং ত্বক যা উত্তেজনাপূর্ণ জনিসি স্পর্শ করতে চায়।

কামরে দৃষ্টিতে তাকানো চোখের ব্যভিচার; কামরে উদ্বেকারী কছি শোনা কামরে ব্যভিচার; কামরে উদ্বেকারী কছি বলা জিহ্বার ব্যভিচার।

ব্রহ্মচর্যের আটটি ব্রিতি

আট ধরণের ভোগ, যথা, সর্ষে বা আবেগের সাথে নারীদের দিকে তাকানো, স্পর্শ বা তাদের স্পর্শ করা, কলে বা খলো, কীর্তন বা অন্য লঙ্ঘিরে গুণাবলীর প্রশংসা করা, গৃহ-ভাষণ বা একান্তে কথা বলা, সংকল্প বা দৃঢ় সংকল্প, অধ্যবাস্য বা ত্পতির আকাঙ্ক্ষা, অন্য লঙ্ঘিরে কাছের যাওয়া এবং ক্রিয়ানবিত্তি বা প্রকৃত যটনক্রিয়া, এই আট ধরণের ভোগ হল আট ধরণের ব্রিতি, অর্থাৎ অখণ্ড ব্রহ্মচার্য অনুশীলনের স্রোতে। আপনাকে অত্নত যত্ন, আন্তরিকি প্রচেষ্টা এবং সতর্ক সতর্কতার সাথে এই আটটি বাধা এড়াতে হবে। কেবলমাত্র যনি এই সমস্ত ব্রিতি থেকে মুক্ত থাকেই প্রকৃত ব্রহ্মচারী বলা যতে পারে। একজন প্রকৃত ব্রহ্মচারী এই আটটি ব্রিতি নির্মমভাবে এড়ানো উচিত।

একজন ব্রহ্মচারীর উচিত কামুক দৃষ্টিতে কোন নারীর দিকে তাকানো এড়িয়ে চলা। তাকে স্পর্শ করার বা খারাপ উদ্দেশ্যে তার কাছের যাওয়ার ইচ্ছা থাকা উচিত নয়। তার তার সাথে খলো করা, রসকিতা করা বা কথা বলা উচিত নয়। তার নিজের মধ্যে তার বন্ধুদের সামনে কোন নারীর গুণাবলীর প্রশংসা করা উচিত নয়। তার কোন

নারীর সাথে গোপনে কথা বলা উচিত নয়। তার নারীদরে কথা মটোটেও ভাবা উচিত নয়। তার যটন উপভোগেরে জন্য কোন শারীরিক ইচ্ছা থাকা উচিত নয়। একজন ব্রহ্মচারীর অবশ্যই যটন মলিন এড.যি.ে চলা উচিত। যদি সে উপররে কোন নয়িম ভঙ্গ করে, তাহলে সে ব্রহ্মচার্যরে ব্রত লঙ্ঘন করে।

যদণ্ডি প্রথম সাত ধরণরে মঠুন প্রকৃত বীর্যপাত ঘটায় না, তবুও বীর্য রক্ত ঞ থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং সুযোগ পলেই পালযি.ে যাওয়ার চেষ্টা করে, হয় স্বপ্ননে অথবা অন্য কোনও উপায়.ে। প্রথম সাত ধরণরে মঠুননে মানুষ মানসকিভাবে আনন্দ পায়।

যটনতা নয়ি.ে আলোচনা করা উচিত নয়। নারীদরে নয়ি.ে চিন্তা করা উচিত নয়। যদি কোনও নারীর কথা মনে আসে, তাহলে আপনার মনে আপনার ইস্টদবেতার প্রতচ্ছবি নয়ি.ে আসুন। মন্ত্রটি জোরে জোরে পুনরাবৃত্তি করুন।

কামুক দৃষ্টি, কামুক চিন্তাভাবনা, স্বপ্নদোষ - এগুলো সবই ব্রহ্মচার্যরে ব্যর্থতা অথবা ভঙ্গ। তোমার দৃষ্টিতে পবিত্র থাকে। দৃষ্টি দোষ বা কামুক দৃষ্টি ত্যাগ করে। কামুক দৃষ্টি নিজি.েই ব্রহ্মচার্যরে ভঙ্গ।

হস্তমঠুন বা মাস্টারবেশন হচ্ছহে হাত দয়ি.ে নিজি.ে গোপনাংগ সঞ্চালন করে বীর্য নর্গত করা।

প্রতনয়িত করার ফলে এটি অভ্যাসে পরনিত হয়ে যায়, মনে রাখা দরকার- শয়তান চায় মানুষরে নগ্নতা প্রকাশ করে গুনাহে লপিত করতে, এবং বান্দা একবার এতে মজা পয়ে.ে গলে.ে প্রতনয়িত করতেই থাকে। ফলপ্রসূ স্বভাবে পরনিত করে। বিশেষভাবে, যুবক বয়সে অর্থাৎ যটননে ছলে.ে এমনকি ময়েদরে ও এই সমস্যা বেশী। স্কুল, কলেজে কংিবা ভার্সটিপিডুয়া কটেই এর থেকে মুক্ত নয়। মজা কংিবা অভ্যাসে এক সময় এটা রোগে পরনিত হয়।

ছোটবেলা থেকেই নানা জনরে কাছে নানাভাবে শুনতে শুনতে এটা আমাদের মাথায় সটে হয়ে যায় যে, বীর্যক্ষয়.ে দেহরে ভয়াবহ ক্শতি হয়, পড়াশোনা হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি আর এতকছু এতবার জানা বা শোনার পরও ছলে.ে যখন নিজিকে আটকাত.ে পারে না, হস্তমঠুনরে মাধ্যমে বীর্যক্ষয় করে ফলে.ে, তখন তাকে গ্রাস করে এক ভয়াবহ বসিগ্নতা, এক অপরাধবোধ, যা তাকে প্রায় মানসকি ও শারীরকিভাবে অসুস্থ করে তোলে এবং সে বার বার প্রতজিঞা করে যে এই কাজ সে আর কখনো করবে না, কনিতু তার শরীর কয়কেদনি পরই তাকে আবার সেই কাজ করতে বাধ্য করে। সে আবারও সেই একই কাজ করে এবং একইভাবে অনুতপ্ত হয় এবং মানসকিভাবে বপির্যস্ত হয়, যা তাকে শারীরকিভাবেও বপির্যস্ত করে। এই ঘটনা একজন ছলে.ে জীবনে বার বার ঘটতে থাকে এবং এ সম্পর্কে ভুল শকি্ষার ফলে সে বার বার নিজি.ে ক্শতি করতে থাকে।

অপরণিত বয়সে, যমেন- বালক বা কশি.ে অবস্থায় বীর্যক্ষয় অবশ্যই শরীররে জন্য ক্শতিকর; কারণ, এই সময় মানুষরে দেহে গঠন হতে থাকে, তাই এই সময় বীর্যক্ষয়.ে দেহরে বকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কনিতু যুবক বা পরণিত বয়সে বীর্যক্ষয়.ে বাস্তবে শরীররে কোন.ে ক্শতি হয় না, বরং এই সময়ে বীর্যক্ষয় না হলেই শরীরে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। যারা ববিহতি, তারা তো বীর্যক্ষয় করে বা করবেই, এটা

সাধারণ বিষয়। কন্িতু যারা অববিহতি, তারা যদি দহে যটনতার কারণে প্ৰচণ্ড
উত্তেজনা বোধ করে, তখন তাদেরকে বীৰ্যপাত করতেই হব, না হলে তারা নানারকম
শারীরিক এবং মানসিক চাপে পড়বে, যা তাদের ক্ষতি করবেই করবে।

